রুচি-বিকার।

(দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)

সমীরণ।

(১)

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা মোরে মলয় মারুত!
কুরুচি আধার।
তোমারে ছুঁইলে পরে অন্তরের অভ্যন্তরে
আসে অশ্লীলতা, হয়, পাপের সঞ্চার।
তুমি মোর পদ-প্রান্ত ছুঁয়োনাকো আর॥

(২)

তরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গ দেখেছি তোমার
মলয় পবন!
ললিত লহরী তুলি কতই করেছ কেলি
ছিছি লাজে মরে যাই করিলে স্মরণ!
"শেম্ শেম্ ফাই ফাই"—হলোনা মরণ?

(৩)

আবার তোমার প্রেমে—দেখেছি নয়নে
মজে ফুল বালা।
তুমি সুপ্রণয়ী নও সৌরভ লুটিয়া লও
শেষেতে জ্বালাও দেহে কি বিষের জ্বালা!
চোখে দেখি অন্ধকার! কাণে লাগে তালা।

(৪)

জানিনা কি, তব প্রেমে কুলকলঙ্কিনী
প্রফুল্ল নলিনী।
ছেড়ে তার মধুকর ভুলে গুণ গুণ স্বর
তোমার প্রণয় আশে সে যে পাগলিনী।
পাপিষ্ঠ! তোমায় আমি বিলক্ষণ চিনি॥

(৫)

অসতী ব্রততী মুখ—তুমি কতবার
করেছ চুম্বন।
কাঁপায়ে হৃদয় তার দোলায়ে কুসুম হার
কতবার সে লতারে দেছো আলিঙ্গন।
আমি সব কথা জানি, মন্দ সমীরণ।

(৬)

আবার সরসী সহ মলয় সমীর
দেখেছি তোমায়।
দেখেছি সরসী বুকে তোমারে খেলিতে সুখে
পার নাই কাঁকি দিতে কখন আমায়।
তোমার পাপের আঁচ লাগায়োনা গায়॥

(৭)

দুরাচার অলি তব প্রিয় সহচর
কুরুচির খনি।
নিজে তুমি নিরাকার তবু নহ নির্ব্বিকার
মজাও ফেলিয়া কাঁদে কুলের রমণী।
তোমার পরশে তনু শিহরে অমনি।

(৮)

তোমার চরিত্র কথা করিলে স্মরণ
যাই লাজে মরে।
তাহে যত পৌত্তলিক——————ধিক্ ধিক্ শত ধিক্
তেত্রিশ কোটীর মধ্যে তব নাম করে!
তাই সে তোমার নামে শরীর শিহরে।

(৯)

আমি সুরুচির দূত—আমার নিকটে
এসনাকো আর।
তোমারে ছুঁইলে পরে মরমে রহিব মরে,
শুধু অপবিত্র হব সম্মুখে সবার।
অনুতাপে সেই পাপ সামলান ভার॥

(১০)

জানি তব অঙ্গজনু—বিখ্যাত জগতে
দুইটী কুমার।
একের প্রচণ্ড দাপে লঙ্কায় রাবণ কাঁপে
অন্যটী করিয়াছিল হিড়িম্ব সংহার।
পাঠাইতে পার তারে আর একবার?

(১১)

তব সনে মোহ বশে—এতক্ষণ ধরে
করিনু আলাপ।
অঞ্জনা কুন্তীর ব্যথা——————ভীম হনু জন্ম কথা
মনে হলো অশ্লীলতা—করিলাম পাপ।
কে এখন রক্ষা করে,—শুধু অনুতাপ!

শশধর।

(তৃতীয় উচ্ছ্বাস)

—:০:—

(১)

চাবনা চাঁদের পানে যাবত জীবন
চাহিব না আর।
বিষম চাঁদের হাসি জাগায় কলুষ রাশি
আমার পবিত্র মনে—একি রীতি তার?
করিব না সাদা প্রাণে কলুষ সঞ্চার।

(২)

চাঁদের কিরণে শুধু পাপের তরঙ্গ
হয়রে উত্থিত।
কবির কল্পনা গত অপবিত্র কথা যত
চাহিলে চাঁদের পানে হয় সমুদিত।
চাঁদের কলঙ্ক কথা ভুবন বিদিত।

(৩)

কি না জানি তব কীর্ত্তি—লীলা অপরূপ
ওহে শশধর।
ওই দীপ্তিমাখা কায় কলঙ্কের কালিমায়
মলিন নহে কি তব? তোমার অন্তর
নহে কি কুরুচিপূর্ণ? কি দিবে উত্তর?

(৪)

তোমার প্রেমেতে মত্ত কুলকলঙ্কিনী
সেই কুমুদিনী।
সরোবর মাঝে থাকে লুকায়ে তোমারে দেখে
দিবসে হাসেনা শুধু কাঁদে বিরহিণী।
বিরস বদনে থাকে সতত দুখিনী॥

(৫)

কেবল কুমুদ-বন্ধু কুমুদিনী-নাথ
নহ তুমি শশী।
জানিনা কি মনে মনে ফের কার অন্বেষণে
তোমারে হেরিলে হাসে কেবা সে রূপসী?
মানিনী যামিনী ধনী তোমার প্রেয়সী॥

(৬)

আরো জানি কৌমুদীরে ধরিয়া হৃদয়ে
উজলি ভুবন।
হাত ধরাধরি করি নাচ সারা বিভাবরী
একা তুমি কত নারী কর আলিঙ্গন!
ছিছি চাঁদ—নাহি ভাব এ রীতি কেমন?

(৭)

সহস্র তারকা তোমা সেবে সারারাতি
কেবা নাহি জানে?
কলঙ্ক অঙ্কেতে যার দেখিবনা মুখ তার
হানিব না শক্তি শেল পবিত্র পরাণে!
বহু বিবাহের কথা শুনিবনা কাণে॥

(৮)

হায়রে তোমার রীতি　　বিদিত জগতে
কহিব কেমনে?
ছিছি কি লাজের কথা　　পৌরাণিক অশ্লীলতা
শিহরে শরীর হায় সে কথা স্মরণে।
গুরুর রমণী—আর কাজ কি শ্রবণে?

(৯)

এ সব পাপের কথা—কবির কল্পনা
গল্প পৌত্তলিক।
সকল দোষের মূল　　তুমি মোর অক্ষি শূল,
তুমি না থাকিলে—কভু হেন পৈশাচিক
রচিতনা উপকথা—কি কব অধিক?

(১০ (

কুরুচির খনি তুমি　　পাপের আগার
মরে যাই লাজে।
যত পাপ পড়ে মনে　　তবরূপ দরশনে
উদ্যানে কি বিদ্যালয়ে—ঘরে কি সমাজে।
প্রণয়ের হাতে খড়ি—জাগে হৃদি মাঝে॥

(১১)

হায়রে তোমার নাম　　আনিয়া বদনে
করিনু কি পাপ।
কাদম্বিনী অন্তরালে　　অথবা সে রসাতলে
কিম্বা রাহুগ্রাসে যাও—দিই অভিশাপ।
তোমার স্মরণে পাপ! করি অনুতাপ॥

কোকিল।

(চতুর্থ উচ্ছ্বাস)

---

(১)

কুহুস্বরে কণ্টকিত কেন কলেবর
আজিরে আমার?
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিল, সুখ-সিন্ধু উথলিল
সুরুচির বাঁধ বুঝি ভাঙ্গিল এবার!
এর চেয়ে ভালছিল মধুপ ঝঙ্কার।

(২)

দেখিব না কালামুখ কোকিলের কভু—
মুদিব নয়ন।
সে যে কুরুচির খনি তার ডাক কাণে শুনি!
বধির হলোনা কেন এ পাপ শ্রবণ?
মনে পড়ে কত কথা—কি পাপিষ্ঠ মন।

(৩)

পাপের সঙ্গেতে বাস সতত তাহার
পাপেতে পালন।
ভাবিলে শিহরে প্রাণ— সাধুজন সাবধান!
তাহে দেখি কৃষ্ণবর্ণ—ডাকে কুলক্ষণ।
শুনিলে সুরুচি করে দূরে পলায়ন॥

(৪)

না পরে চসমা কভু, নাহি নাড়ে দাড়ী,
অসার বিহঙ্গ।
জন্মিয়া পিকের ঘরে পিতৃ-ধার নাহি ধারে
বায়সে বঞ্চনা করি পরিপুষ্ট অঙ্গ।
শিখে না কাকের বুলি করে কত রঙ্গ॥

(৫)

পাপ পথে টানে মন—এই দুষ্টমতি
যত যুবতীর।
মিলে কুরুচির সনে কুভাব জাগায় মনে
কতই কহিব খুলে—হয়েছি অধীর।
ইহার ডাকেতে মূর্চ্ছা ভ্রাতা ভগিনীর॥

(৬)

আমার সন্দেহ হয়—ময়ূরের স্বর
হয়েছে দুর্ম্মতি।
নিজস্বর তারে দিয়া, আসিয়াছে পলাইয়া
কাল বর্ণ কদাকার কোকিল সন্ততি।
নিশ্চয় করেছে সেই শিখীর দুর্গতি॥

(৭)

সুগভীর গরজনে—হেলিয়া দুলিয়া॥
চলে কাদম্বিনী।
নাচায়ে শিখণ্ডী দলে প্রেম ফাঁস বাঁধি গলে
আপন গৌরব ভরে চলে গরবিণী।
কিন্তু সেই কেকা রবে—কাঁদে বিরহিণী॥

(৮)

অনঙ্গের প্রিয় দূত—বসন্ত সুহৃৎ
পিক দুরাচার।
শমনের সহোদর তার মুখে কুহুস্বর!
ওরূপে অমন রব সম্ভবে কাহার?
শিখণ্ডীর বিপরীত সকলি ইহার।

(৯)

তাই কাঁদি মনে মনে—কোকিলের ডাকে
কি হবে আমার?
তুলিয়া তাহার কথা হারাব না পবিত্রতা
যাব পেচকের কাছে—সেটাও স্বীকার।
কোকিলের কাল রূপ—হেরিব না আর॥

(১০)

কভু এ কোকিল কুল ধারেনাকো জানি
সুরুচির ধার।
নাহি নারী স্বাধীনতা, কোকিলা কহেনা কথা
শুনেছ কি কুহুধ্বনি কণ্ঠে কোকিলার।
অসভ্য বর্ব্বর পতি—অদৃষ্টে তাহার।

(১১)

নাগর কৃষ্ণের বর্ণ—ও বিহঙ্গ অঙ্গে
দেখে পৌত্তলিক।
এর বাড়া লজ্জা নাই শেম্ শেম্ ফাই ফাই
এ জনমে আর তোরে ডাকিব না পিক।
কি বলিব? কি লিখিব—ইহার অধিক?

নদী।

(পঞ্চম উচ্ছ্বাস)

—:০:—

(১)

দূরে যাও স্রোতস্বিনি! সাগরের কোলে
লুকাও ত্বরায়।
"কুলুকুলু" মৃদু স্বরে সদা যেন মধু ক্ষরে
তথাপি আমার মন মুগ্ধ নহে তায়।
সুরুচির দূত আমি এসেছি ধরায়॥

(২)

জানি নাকি তব রীতি পঙ্কিল সলিলা
কুল কলঙ্কিনী?
লহরী দোলায়ে বুকে হেলিয়া দুলিয়া সুখে
যৌবন জোয়ার ভরে হয়ে উন্মাদিনী,
সমীরণে আলিঙ্গন কর কল্লোলিনি!

(৩)

একা তুমি, নানারূপে নানা লীলা করি
তোষ নানা জনে।
কতই তোমার পতি, কে কহিবে স্রোতস্বতি
সুরুচির দূত আমি কহিব কেমনে?
মনে মনে সব জানি—জেনো কিন্তু মনে।

(৪)

গঙ্গারূপে শিব নাথ, কভু বা শান্তনু,
কভু হৃষীকেশ।
যমুনার রূপ ধরি মজালে ব্রজের পুরী,
কৃষ্ণবর্ণ হয়ে কৃষ্ণ ছাড়িলেন দেশ
বলিয়া তোমার লীলা কে করিবে শেষ?

(৫)

তখন যমুনা তুমি—তোমার কল্লোলে
ভুজঙ্গ ভুলিত।
কালীয়ের হলাহল— কালিন্দীর কালো জল
হরির বাঁশরী শুনি উজান বহিত।
সেই জ্বালা ব্রজবালা নীরবে সহিত।

(৬)

সাগর তোমার পতি—শুনি কবি মুখে
অপূর্ব্ব কাহিনী!
করিবনা অশ্লীলতা, ছিছি কি লাজের কথা
পৌত্তলিক শাস্ত্রে—তুমি দেবতা-রূপিণী।
মানবের পূজা লও দেবের কামিনী।

(৭)

শুনেছি শশীর রূপ আঁকিয়া হৃদয়ে
রেখেছ যুবতী।
লোকে প্রতিবিম্ব বলে সে মূর্ত্তি দেখিয়া জলে
আমি তব মনোভাব জানি স্রোতস্বতি!
লালার বুঝেছি মর্ম্ম জেনো লীলাবতি।

(৮)

কলঙ্কী শারদ শশী পূর্ণিমা নিশায়
ভুবন উজলে।
হেরিয়া ভাসায়ে কূল তুমি হও সমাকুল
তাহারে ধরিতে তব হৃদয় উথলে।
আমি তার মর্ম্ম জানি, জানেনা সকলে।

(৯)

রাজহংস করে কেলি তোমার সলিলে
মাতি প্রেম মদে।
তোমাতে ঢালিয়া কায় কেমন ভাসিয়া যায়
বিভোর হইয়া তব প্রণয়-সম্পদে।
হেন ভ্রান্তি প্রণয়ীর হয় পদে পদে॥

(১০)

কত কল্পনার মূল—তুমি কল্লোলিনি
কুরুচির খনি।
কত ভাব আসে মনে তব রূপ দরশনে
সুরুচির চারু শিরে হানিয়া অশনি,
কত রঙ্গ তব তীরে—ভেবে দেখ ধনি!

(১১)

বলিলে সকল কথা হইবে এখনি
সুরুচি সংহার।
সে সব স্মরণে পাপ— করি এবে অনুতাপ
একবার আঁখি মুদে ভাবি নিরাকার।
নয়ন মুদিলে হায়! সব অন্ধকার॥

লতিকা।

(ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস)

---

(১)

কুক্ষণে নয়নপথে পড়িল আমার
নবীন বল্লরী।
মাথায় পড়িল বাজ সুরুচি পাইল লাজ
সহসা শরীর, মন উঠিল শিহরি।
নব লতিকার মূর্ত্তি হেরে লাজে মরি!

(২)

তোমার অশেষ লীলা—কুরুচি রঞ্জিত
বনের ব্রততি!
রেখেছ তা সঙ্গোপনে ভাবিতেছ মনে মনে?
বল দেখি বিধুমুখি কে তোমার পতি?
সব লীলা আমি জানি জেনো লীলাবতি!

(৩)

শুনিয়াছি কবি-মুখে চারু মহীরুহ
তব প্রাণেশ্বর।
সে তোমারে ভাল বাসে বেঁধে তারে ভুজপাশে
নাচ পবনের কোলে, নাচাও ভ্রমর।
আশে পাশে ঘুরে মরে লুব্ধ মধুকর॥

(৪)

হতভাগ্য তরুবর   সদা অকাতরে
বহে তব ভার।
সহে সে অশনিপাত   ঘোর বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত
না দেয় লাগিতে আঁচ শরীরে তোমার।
তুমি কিন্তু শোধ ভাল, প্রেম-ঋণ তার!

(৫)

তারে অন্ধ করি নিত্য,   কতই নাগরে
তোষ আলিঙ্গনে!
খেলিতে প্রেমের খেলা   দোলাও মঞ্জরীমালা
আনন্দে কাঁপায়ে পাতা, অঙ্গ সঞ্চালনে
কত লীলা কর—কত রাখ সঙ্গোপনে।

(৬)

যেদিন দেখিনু তোমা—বিরলে বসিয়া
পাশের বাগানে।
বসন্তেরে পেয়ে সুখে   চেয়ে ছিলে হাসি মুখে
চসমার আড়ে থেকে—চাহি তব পানে,
আপনি হানিনু শেল আপন পরাণে॥

(৭)

সেই দিন হতে আমি   চিনেছি তোমায়
তরু-বিলাসিনি!
ছলনা মাখান অঙ্গ   ললিত বিলাস রঙ্গ
আবেশে অবশ তনু দেখেছি রঙ্গিনী।
হায় কুরুচির কথা—সে সব কাহিনী॥

(৮)

তোমার নিকুঞ্জে যত যুবতীর মন
পাপ পথে যায়।
দেখিয়া তোমার রীতি শিখে তারা মন্দ নীতি
অবলা সরলা কত পতিরে ভুলায়।
দোষ গুণ নাহি ভাবে, প্রণয় বিলায়॥

(৯)

সে সব তোমারি দোষ—আদর্শ যে তুমি
প্রেমের লীলায়।
আসে যবে ঋতুরাজ তোমার থাকে না লাজ
অনুগত মহীরুহে ভুলিয়া হেলায়,
পত্র পুষ্পে প্রেমাঞ্জলি দাও তার পায়।

(১০)

তাই বলি—কি কুক্ষণে দেখেছি তোমায়
লতিকা সুন্দরি!
ভাবিলে তোমার কথা মনে পড়ে অশ্লীলতা
মনে ভাবি কার তুমি হৃদয়-ঈশ্বরী,
কার তরে পাত ফাঁদ দিবা-বিভাবরী?

(১১)

কভু না যাইব আমি—প্রমোদ কাননে—
এ জনমে আর।
বিনোদ বদন খানি দেখিব না বিনোদিনি!
করিব না প্রাণে আর কুরুচি সঞ্চার।
কি কুরুচি! এ দশায় অনুতাপ সার॥

জলধর।

(সপ্তম উচ্ছ্বাস)

(১)

ভাসিয়া বেড়াও কেন নব জলধর
গগনের গায়।
ভাঙ্গিতে রুচির বাঁধ কেন কর সিংহনাদ?
কেন আস আকাশেতে—কে তোমরে চায়?
কতই কুরুচি আছে তোমার শোভায়।

(২)

জানি আমি সৌদামিনী নাগরী তোমার
বাঁধা প্রেম পাশে।
হেসে কত খেলা খেলে, লুকায় তোমার কোলে
এই আছে এই নাই, এই মৃদু হাসে।
চপলা সে, চপলতা কতই প্রকাশে॥

(৩)

তবে তুমি কোন লাজে, মজাইয়া মন
নাচাও ময়ূরী?
নবীন নীরদ কান্তি নিরখি সে পায় শান্তি
তাই বুঝে তুমি তার মন কর চুরি।
ছলেতে অবলা মজে, বুঝেনা চাতুরি॥

(৪)

তোমার এ গুপ্ত প্রেম   চপলার চোখে
স্বপন সমান।
তার চোখে ধুলি দিয়ে   খেল শিখি-বধূ লয়ে
সন্দেহে চঞ্চলা সদা করে আনচান।
শুধু উঁকি ঝুঁকি মারে, না পায় সন্ধান॥

(৫)

রেবতী রোহিণী আদি   যত তারা আছে,
তা সবার সনে,
যখন সুযোগ হয়   কর প্রেম পরিচয়
বুকেতে লুকায়ে রাখ অতি সঙ্গোপনে।
কে দেখে তারকা দলে তব আগমনে?

(৬)

কতই ছলনা তব   কহিব কেমনে,
পরমাদ গণি।
সাধা আছে আঁখি জল   তাই ঢাল অবিরল
কাঁদিয়া ভুলাও নারী—ভিতিয়া ধরণী।
কি বুঝিবে তব ভাব অবলা রমণী?

(৭)

এত নারী সঙ্গে রঙ্গ   তব জলধর,
কুরুচির কথা,
কল্পনার দোষে হায়!   চিত্তে মম আসে যায়
চিত্ত কলুষিত হয়, প্রাণে লাগে ব্যথা।
তোমারে হেরিলে পাপ, না হয় অন্যথা॥

(৮)

সর্ব্ব দেশে যাও তুমি—সবার আলয়ে
কর জল দান।
দেবের মন্দির আর, পাপগৃহ গণিকার,
নাট্যশালা আদি যত অপবিত্র স্থান,
অম্বরে সবার শিরে তব অবস্থান।

(৯)

শিখিলে না পবিত্রতা—সুরুচির কথা
ভাবিলে না মনে।
যোগ্যাযোগ্য নাহি বাছ, নিজ ভোগ্যে ভুলে আছ,
কণ্টকিত কলেবর তোমার স্মরণে।
ভরা বাদলের কথা সদা পড়ে মনে॥

(১০)

সুরুচি কাঁচের ঘর—ভাঙ্গে তা ইঙ্গিতে
তাই শঙ্কা করি।
তুমি ত কুরুচি মাখা তোমার ও মুখ দেখা
দেখ্‌ব কেন? ভাবা ভার! চিন্তা ভয়ঙ্করী!!
ভাবিলে শরীর মন উঠিবে শিহরি।

(১১)

পৌত্তলিক মতে তুমি দেবের বরণ
ভাবিলেই পাপ!
না বুঝিয়া হায়! হায়! ডাকিয়া ঠেকিনু দায়!
কি মোহে তোমার সনে করিনু আলাপ।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—ঘোর অনুতাপ॥

গিরি।

(অষ্টম উচ্ছ্বাস)

---

(১)

চাবনা তোমার পানে ওহে মহীধর
চাহিব না আর।
কুরুচির দুর্গ তুমি কলুষের রঙ্গ ভূমি
পাপমতি কবিদের স্থল উপমার।
তোমার প্রসঙ্গে হয় কুরুচি সঞ্চার॥

(২)

পুরাতন যত কবি—লাজহীন তারা,
অসভ্য বর্ব্বর।
কেমনে নারীর বুকে তোমার তুলনা দেখে,
মরি কি লাজের কথা—ভাবি নিরন্তর!
আর কভু দেখিবনা তোমায় ভূধর॥

✓(৩)

অনাবৃত অঙ্গতব—নাহি বেশ ভূষা
নাহি আচ্ছাদন!
থাকিলে কাঁচুলি আঁটা ঘুচিত অনেক লেঠা
পারিতাম নিরখিতে ভরিয়া নয়ন।
দূরে যেত সব শঙ্কা—জুড়াত জীবন॥

(৪)

কত কি পড়ে যে মনে দেখিলে তোমায়

কহিব কেমনে?

করেছি দেখেছি যাহা ভুলিতে পারিনা তাহা

নিবানো আগুন তুমি জেলে দাও মনে।

সব কথা মনে হয় তব দরশনে॥

(৫)

ধরণীর পতি তুমি—শুনি লোক মুখে

ওহে গিরিবর!

তথাপি তোমার সঙ্গে কাদম্বিনী খেলে রঙ্গে

মন্থর গমনে আসি বক্ষের উপর।

ঢালিয়া মিশায় তব অন্তরে অন্তর॥

(৬)

শুধু কি এ মেঘ-মালা, নগেন্দ্র তোমার

প্রেমে পাগলিনী?

দেখেছি তোমার সনে বাঁধা আছে আলিঙ্গনে

কানন বল্লরী কত—স্বর্ণ লতা জিনি—

তারাওকি গিরিরাজ তব প্রণয়িনী?

(৭)

গর্ব্ব ভরা শীর্ষ তব—হেরি সমুন্নত

মণ্ডিত তুষারে।

যেন শুক্ল বর্ণ কেশ— ধরেছ প্রবীণ বেশ

তথাপি এ রীতি কেন নারি বুঝিবারে।

স্বভাবের দোষে শুধু চাহিনা তোমারে॥

(৮)

এত রঙ্গ তব তবু কার প্রেমে তুমি
কাঁদ অনিবার।
প্রেম-অশ্রু নদী হয়ে জগতের বক্ষ ব'য়ে
পড়ে দুঃখে সাগরেতে বিরহে কাহার?
কার প্রেমে এত টান—কি নাম তাহার?

(৯)

জানিতে চাহিনা আমি রাখ সঙ্গোপনে
তোমার প্রণয়।
তুমি কেন মোর মন কর সদা আকর্ষণ
তোমারে দেখিতে গিরি! কেন ইচ্ছা হয়?
কেন বা দেখিলে কাঁপে—তরল হৃদয়?

(১০)

ফেলেছি অবোধ আমি—কত আঁখি জল
তোমার মতন,
কতই যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি বারমাস
সে সব তোমায় হেরে হইল স্মরণ।
বলিলে ঘটিবে দায়—কি বলি এখন?

(১১)

ভাবিয়া তোমার কথা—হেরিয়া তোমায়—
মনে হয় পাপ।
গোমূত্রের একবিন্দু নাশে যথা দুগ্ধ সিন্ধু
কলুষ সঞ্চারে তব তেমতি প্রতাপ।
দীন আমি কি করিব? করি অনুতাপ॥

মেদিনী।

(নবম উচ্ছ্বাস)

—:•:—

(১)

জন-বিমোহন বেশ———নয়ন রঞ্জন

মেদিনী তোমার।

যখন যে দিকে চাই তখনি দেখিতে পাই,

কিন্তু কুরুচিতে মাখা তব চারি ধার,

দেখে লাজে মরে যাই—কাঁদি অনিবার।

(২)

কত কুরুচির মূল তুমি লো ধরণি

কহিব কেমনে?

সে সব যখন স্মরি সরমে মরমে মরি

কত কষ্টে মনোভাব রাখি সঙ্গোপনে।

থাকি লাজ ভরে বসে' আনত আননে॥

(৩)

পাপ মতি কবিগণ———কল্পনায় তব

করেছে দুর্গতি।

মাটী তুমি যে কারণে সে কথা জগৎজনে

মুক্ত কণ্ঠে জানায়েছে, জানি বসুমতি!

কি করিয়া সমাজের করিব উন্নতি?

(৪)

ছয় ঋতু বরে তোমা—শুনি লোক মুখে
পতি ছয় জন!
সব দেখি বিপরীত গ্রীষ্ম বর্ষা সহ শীত
হেমন্ত, শরৎ আর বসন্ত দুর্জ্জন,
পার তুমি যোগাইতে সকলের মন?

(৫)

মহাভারতের কৃষ্ণা——তোমার নিকটে
মানে পরাজয়!
ছিল তার পঞ্চ পতি কিন্তু কহ বসুমতি!
ঘটিত কি কভু তার প্রণয়ে প্রলয়?
পতি ভিন্ন অন্য জনে মজিত হৃদয়?

(৬)

প্রতিদিন মজে কিন্তু নূতন নাগরে
হৃদয় তোমার।
কত ভূপ-সমাবেশ! গণিলে না হয় শেষ!
একাকিনী তুমি ধনী নারী সবাকার,
বলিয়া করিব কেন সুরুচি-সংহার?

(৭)

পৌত্তলিক উপকথা আনিব না মুখে
শুনিব না কাণে।
বিজ্ঞানে আমার মন পরিপূর্ণ অনুক্ষণ
জানি কার আকর্ষণ তোমার পরাণে।
দিবানিশি ঘূরে মর জানি কার টানে॥

(৮)

বিজ্ঞানবিদের কাছে পেয়েছি সন্ধান
বুঝেছি বিশেষ।
বাঁধা রবি-প্রেমডোরে অবনী সতত ঘোরে
পারে না ইহাতে হ'তে সন্দেহের লেশ।
সব বৈজ্ঞানিক ভাব—কে করিবে শ্লেষ?

(৯)

চির যৌবনের বর তোমার মতন
পায় কোন্ নারী?
অমন রূপের ভরে সমান গরব ক'রে
কোন গরবিণী থাকে? যাই বলিহারি!
কতই কহিব ভাবি, কহিতে না পারি।

(১০)

মজাতে পরের মন তোমার তুলনা
পাইব কোথায়?
ফেলিয়া প্রেমের ফাঁদে ঘুরায়ে বেড়াও চাঁদে
পাষাণ গলাও প্রেমে——তাই মহীধর,
সুবিখ্যাত সর্ব্বলোকে মহীর নাগর।

(১১)

সুরুচির পথে তুমি বিষম কণ্টক
পাপের আগার।
তোমার নামেতে পাপ অনুতাপ! অনুতাপ!
ভাবিলেই ঝরে মোর নয়নে আসার।
কুজ্ঝটিকা পূর্ণ হয় কাচ চসমার॥

যামিনী।

(দশম উচ্ছ্বাস)

—:০:—

(১)

তারকা কুন্তলা অয়ি! তিমির বসনা
যামিনী সুন্দরি!
জগতেরে শান্তি দিতে এস নিত্য অবনীতে
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা তব সহচরী।
তবু কুরুচির খনি তুমি বিভাবরি।

(২)

হায়রে! অবোধ আমি তোমার চরিত
বুঝিব কেমনে?
তোমার ও দুটী পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ করি লক্ষ্য
কত অপবিত্র ভাব আসে মোর মনে।
সে সব প্রাণের কথা রেখেছি গোপনে॥

(৩)

এস তুমি যে সময়ে কাঁপে দুর দুর
হৃদয় আমার।
তুমি ধনী রঙ্গ কর নিত্য নব বেশ পর
কৌমুদী দেখাও কভু, কভু অন্ধকার,
তা ভাবিলে মনে হয় কুরুচি সঞ্চার।

(৪)

অনিত্য তোমার বেশ সতত চঞ্চল

কভু নহে স্থির।

বুঝি না তোমার ছলা হেরি কভু ষোলকলা

কভু দেখি অমাবস্যা—কি ঘোর তিমির!

কখনো বা অর্দ্ধচন্দ্রে জুড়াই শরীর।

(৫)

শর্ব্বরি! ভাবিয়া দেখ—একি রীতি তব

কেমন বিচার?

ফেলিয়া পীরিতি ফাঁদে হাসায়ে কাঁদায়ে চাঁদে

সাধ তুমি জগতের কোন্ উপকার?

সব জানি—আজি কিন্তু বলিব না আর।

(৬)

পাপের প্রশ্রয় দিতে কে আছে রজনি!

তোমার সমান?

অন্ধকারে লুকাইয়া, কত কীর্ত্তি ঢাকা দিয়া

রাখ তুমি—জানিনা কি—সে সব সন্ধান?

পাপীর ভরসা নিশা, আশ্রয়ের স্থান।

(৭)

কহ কোন্ পাপ হেন আছে অবনীতে

কহলো যামিনি!

যে পাপের অনুষ্ঠানে তুমি সহায়তা দানে

হইয়াছ সঙ্কুচিত শশি-বিলাসিনি?

কারে বলি—কে বুঝিবে সে সব কাহিনী?

(৮)

কবির কল্পনাময় প্রাণের উচ্ছ্বাস
প্রেমের লহরী,
অভিমান অভিসার সঙ্ক্ষেপে কি কহি আর?
সব সুনীতির শত্রু——সুরুচির অরি।
সবার বিকাশ হয় তোমাতে শর্ব্বরি!

(৯)

লুকাতে নিজের দোষ—করিয়াছ বশ
তরুলতাবলী।
শিশিরের কণ্ঠ হার তাহাদের উপহার
দিয়াছ কতইবার—জানি তা সকলি।
কিন্তু সে সকল কথা—কোন্ প্রাণে বলি?

(১০)

চেয়ারে মুদ্রিত নেত্রে—তব প্রতীক্ষায়
ব'সেছে যে জন,
চোখের চসমা তুলে দণ্ডে দণ্ডে ঘড়ি খুলে
যে ক'রেছে সময়ের গতি নিরীক্ষণ,
সেই জানে ওলো ধনি! যামিনী কেমন।

(১১)

অশান্তি আগার তুমি——শান্তিময়ী নাম
সব বিপরীত,
চিন্তায় বাড়িল পাপ গতি মাত্র অনুতাপ
বেদীতে বসিয়া কাঁদি—কিম্বা গাই গীত।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্ সমুচিত ॥

উষা।

(একাদশ উচ্ছ্বাস)

—ঃ০ঃ—

(১)

কে তুমি যামিনী শেষে রূপের ছটায়
উজলি ভুবন,
জাগায়ে বিহঙ্গকুলে আকাশের দ্বার খুলে
তিমিরের যবনিকা——করি উত্তোলন,
নিত্য এস অবনীতে—কিসের কারণ?

(২)

সুগন্ধে পূরিয়া দিক দোলাইয়া গলে
নীহারের হার,
দেখা দাও হাসি মুখে দেখিয়া ত ভাসি সুখে
তুমি নাকি প্রাচীশ্বরী? কি নাম তোমার?
স্বর্ণলতা উষা তুমি——চিনেছি এবার।

(৩)

কিন্তু উষে! মনে হয় কতই কুরুচি
হেরিলে তোমায়।
উপাখ্যান পৌত্তলিক হা লজ্জা! হা ধিক্! ধিক্!
স্বপনে মজিলে নিজে প্রেমের মায়ায়,
মজাইলে অনিরুদ্ধে ঠেকাইলে দায়!

(৪)

কিন্তু তব সেই প্রেমে কুরুচির সাথে
আছে এক ভাব।
না জানায়ে বাপ মায়—প্রেমেতে ঢেলেছে কায়!
ধন্য মানি তোমার সে প্রেমের প্রভাব
বলিহারি সে সাহস—বাখানি স্বভাব।

(৫)

ডুবিয়াছে কিন্তু হায়! সেই গুণরাশি
কুরুচি সাগরে।
তরুণ অরুণ করে প্রাণ সমর্পণ ক'রে
কি লাজে বদন শশী লুকাও অম্বরে?
কি লাজ পবিত্র প্রেমে, প্রেমিকা অন্তরে?

(৬)

কনক উদয়াচলে কার অন্বেষণে
কর আগমন?
না আসিতে দিনমণি তুমি কেন এস ধনি?
ইঙ্গিতে সঙ্কেত করি কর পলায়ন।
বুঝি না সুন্দরি তব এ রীতি কেমন!

(৭)

আমিও স্বপন দেখি তোমারি মতন
প্রতি রজনীতে।
প্রাণে সব থাকে লেখা, নাহি মোর চিত্ররেখা
কিন্তু হায় সে সকল চাহি না বলিতে।
বলিলে না বুঝে অন্যে—তুমিত বুঝিতে।

(৮)

হয়নি সুপথে দীক্ষা, শিক্ষা রীতিমত
হয়নি তোমার।
তোমার প্রাচীন গানে সুরস জাগেনা প্রাণে
নাহি তব হার্ম্মোনিয়া পিয়ানো ঝঙ্কার!
কি গুণে রুচির দোষ ঢাকিবে লো আর?

(৯)

কর নি কখনো প্রেম সুরুচির মতে,
একি কুলক্ষণ?
জ্ঞান বিনিময়ে প্রাণ, কখন করনি দান
ভাব মাখা গানে চিত্ত করনি হরণ।
পত্র লিখে কর নাই প্রেম বিতরণ॥

(১০)

কিসে তবে হবে ধনি! তোমার উদ্ধার
কুরুচি হইতে?
তুমি নিজে প্রাচীশ্বরী বসে আছ গর্ব্ব করি
সে দেখে দেখিনা আমি, পারকি গাইতে?
পার কি সবারে তুমি গীত শুনাইতে?

(১১)

কিছুই পার না তবে, ভরসা তোমার
শুধু অনুতাপ।
ফেলিয়া নয়ন জল ভাসাইও গণ্ড স্থল
মুহূর্ত্তেকে ধুয়ে যাবে অন্তরের পাপ।
ঘুচিবে কলুষ ক্লেশ—যাবে শোক তাপ॥

(ভবের বাজার)

(১)

স্বভাবে ত দেখ্‌ছি অভাব
কার যে কি ভাব যায় না জানা ;
এখন, পদে পদে হচ্চে বিপদ
সোজা পথে চলতে মানা ।

(২)

হেথা, রুচির চোটে সকল শুচি
ভাল মন্দ কেউ বাছে না ।
দেখি, সকল গুলার তুল্য মূল্য
হাড়ী মুচি কালা কাণা ॥

(৩)

সাম্য ভাবে সকল সমান
কুঁড়ে ঘর আর বালাখানা ।
আমার, মিটেছে খেদ নাই ভেদাভেদ
জল বলে খাই চিনির পানা ॥

(৪)

পথে ঘাটে রঙ্গ দেখি
ফেটীং চড়ে বিড়াল ছানা !
হেথা, মারতে আসে মৈত্রা-প্রিয়
কল্‌কেতা তোর কি কারখানা !

(৫)

স্বাধীনতার এমনি মজা

ধরায় দেখ্‌ছি সরা খানা।

লোকে, হাঁকের চোটে আঁতকে উঠে,

কেয়া মজিদার ঘুগনি দানা!

(৬)

বাইরে শুধু ভোল ফিরান

চিন্‌তে নারি রাং কি সোণা।

শুধু. ফাঁকা শব্দে সবাই জব্দ

বল্‌তে গেলে জান বাঁচে না॥

(৭)

স্বরূপ দেখে সবাই বিরূপ

পবিত্রতার সবাই সেনা!

ওরে ঢাক্‌লে ঢাকা থাক্‌বে কত

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না॥

(৮)

দেখে শুনে হদ্দ হলাম

খাজে মদ্দ চৌদ্দ-আনা!

দেখি, বিল্বপত্র তুলতে গিয়ে

ব্রহ্ম দৈত্য দিচ্চে হানা॥

The Hitabadi Defamation Case.

CHARGE.

Whereas Kaliprasanna Kavyabisharad has been enlarged on bail for trial before the High Court of Judicature at Fort William in Bengal by T. A. Pearson Esq., Chief Presidency Magistrate and Nobin Chand Boral Esq., Honorary Presidency Magistrate and respectively, Justices of the Peace in and for the Town of Calcutta, upon a certain written Instrument of Charge.

This Charge is as follows :—

That he the said Kaliprasanna Kavyabisharad on or about the twenty-fourth day of July, in the year of our Lord one thousand eight hundred and ninty six, in Calcutta aforesaid, defamed one Srimaty Kusum Kumary Maitra by printing and publishing in the issue of the Newspaper called the "Hitabadi" dated the said twenty fourth day of July, a certain false, scandalous and malicious libel of and concerning her the said Srimati Kusum Kumary Maitra in the words and to the effect following,

(১)

শুনিবনা, শুনিবনা, মধুপ ঝঙ্কার।
কুসুমে কুরুচি মাখা,
ভ্রমরে লুকায়ে রাখা!
ছিছি লাজে মরে যাই—ভাবিবনা আর।
করিব না সাদা প্রাণে কুরুচি সঞ্চার॥

(২)

কুসুমের কোমলতা মাধুরী অপার।
কিন্তু তার পবিত্রতা
শুধু কল্পনার কথা
জানি তাহে দুষ্ট অলি করেছে বিহার।
লুটেছে সঞ্চিত মধু—মধুর ভাণ্ডার॥

(৩)

শুধু কি এ কুসুমের অলি প্রেমাধার?
আজি গণপতি গলে
কালি বিষ্ণু পদতলে
দিনান্তরে দেবান্তরে অবস্থিতি তার।
এ কেমন রীতি নীতি, একি ব্যবহার!

(৪)

পদে পদে প্রসূনের দেখি অনাচার।
আজি উপেন্দ্রের ভোগ্য
কালি হেরম্বের যোগ্য,
দেখিলে রুচির দোষ না হয় কাহার?
আমি জানি—ফুলদল নিতান্ত অসার।

(৫)

আমি সুরুচির দূত—নব অবতার,
কলঙ্কের কথা ক'য়ে
সুরুচির মাথা খেয়ে
কেমনে পরিব গলে কুসুমের হার?
মাখিব কলঙ্ক কেন গায়ে আপনার?

(৬)

আঘ্রাত কুসুমে শুধু রুচির বিকার।
দেবতার পূজা তাহে
সুরুচি কভু না চাহে,
কুসুম কলিকা' যোগ্য নহেক পূজার।
ফুল দিয়া দেব পূজা! বাকি বা কি আর?

(৭)

আছে যত পৌত্তলিক—বেড়িয়া সংসার
তারাই কুসুম দামে
পূজা করে শালগ্রামে
পূজে ভাঁড়, পূজে গাছ, মূর্ত্তি মৃত্তিকার।
এখনও হয় নাই বৃদ্ধি সভ্যতার।

(৮)

এক স্থলে কুসুমের আছে অধিকার।
উঠুক নারীর চুলে
পরাই খোঁপায় তুলে
সে সময়ে ধারিবনা সুরুচির ধার।
তখন দেখিব শুধু খোঁপার বাহার।

(৯)

সে সময়ে কিবা মূর্ত্তি! দেবী কোন ছার!
ইচ্ছা করে মেলি আঁখি
চিরকাল চেয়ে থাকি,
রুচি শিক্ষা পবিত্রতা হোক একাকার।
সব দিই বিসর্জ্জন——সম্মুখে প্রিয়ার।

(১০)

হায় কুরুচির হাতে হলোনা উদ্ধার।
করিয়াছি মহা পাপ,
অনুতাপ! অনুতাপ!
শোভায় ভুলিয়া মোহ হয়েছে আমার!
হইয়াছি পৌত্তলিক——দোষ কল্পনার।

(১১)

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মরি নিরাকার।
শান্তি! ওঁ তৎসৎ
এই দিই নাকে ক্ষত
উঠিয়াছে উথলিয়া দুঃখ পারাবার।
ফুলের—অলির কথা সমাপ্ত এবার॥

of which the following is a true and correct literal translation into English,

PERVERSITY OF TASTE.

(1)

I will not hear, I will not hear the humming of the bee.
The flower is besmeared with bad taste,
It hides the bee,
Fie, Fie, I die for shame—I shall not think (of it) again,
I shall not admit bad taste into (my) stainless heart,

(2)

The flower's softness (and) sweetness are boundless,
But its purity is simply a figment of fancy,
I know the wicked bee has sported (or roamed for pleasure) over it,
And robbed its stored honey—the store-house of honey.

(3)

Is the bee the only object of this flower's love ?
To day on *Ganapati's* neck,
To-morrow at Vishnu's feet,
On another day with another god is its stay,
What sort of manners (and) morals, what conduct is this ?

(4)

At every step I see the improper conduct of the flower.
To-day the object of *Upendra's* enjoyment,
To-morrow fit for *Heramba* ;
Seeing (this), whose taste is not vitiated ?
I know—flowers are quite worthless.

(5)

I am messenger of good taste—a new incarnation ;
Talking of Scandal,
Murdering (or disregarding) good taste,
How shall I wear on my neck the garland of flowers ?
Why shall I besmear (my) own body with infamy ?

(6)
(The desire for a) smelt flower (shows) only perversion of taste,
The worship of a deity with it
Good taste never desires ;
The flower bud is not fit for the worship (of gods).
The worship of gods with flowers ! what else
(there) remains (of impropriety) ?

(7)
The idolaters that there are—all the world over.
(It is) they only (who) with wreaths of flowers
Worship the Salgram*
Worship earthen pots, worship trees (and) images of clay.
There has not as yet been—advance of civilization.

(8)
To one place (only) the flower has a right.
Let it climb the woman's hair,
Let me take (it) up and set (it) on the hair-knot *(Chignon)*.
At that time I shall not care for good taste
Then I shall see only the beauty of the hair-knot.

(9)
Then what a lovely form (I see) a goddess,
how insignificant (before this) ?
I wish, opening (my) eyes
I forever gaze (on her) ;
Let taste, culture, purity, turn into a chaotic mass.
I sacrifice all—before the dear (lovely one)—

(10)
Alas ! there is no escape from the grasp of bad taste !
I have committed a great sin ;
Repentance ! Repentance !
Beguiled by beauty, I have lost my reason.
I have become an idolater—(it is) Fancy's fault.

(11)
To atone for this sin, I meditate on the formless (Being).
Peace ! *Om*[1] *Tatsat*[2]
Here I rub[3] (my nose on the ground) describing a line.
The ocean of (my) sorrow has swollen high
The tale of flower—(and) bee—is over this time.

---

* Small round stone worshipped by Hindoos as a symbol of *Vishnu* Deity.
1 The Hindoo Traid or Trinity in Unity.
2 That Alone exists.
3 By way of a humiliatory Punishment.

Intending thereby or knowing that the matter set forth would be understood to refer to the said Srimati Kusum Kumari Maitra and imputing thereby and intending to cause it to be believed that the said Srimati Kusum Kumari Maitra was a person of depraved, vicious, incontinent behaviour and destitute of conjugal affection and fidelity towards her said husband and that the said Srimati Kusum Kumari Maitra led a wicked profligate and adulterous course of life and intending thereby to harm or knowing or having reason to believe that such imputation would harm the reputation of the said Srimati Kusum Kumari Maitra and thereby he the said Kali Prasanna Kabyabisharad has committed an offence punishable under Section 500 of the Indian Penal Code.

Secondly.—That he the said Kaliprasanna Kabyabisharad at or about the time and in the place aforesaid printed the Matter in the preceding paragraph set forth knowing or having good reason to believe that such matter was defamatory of the said Srimati Kusum Kumari Maitra and that thereby he the said Kaliprasanna Kavyabisharad has committed an offence punishable under Section 501 of the Indian Penal Code.

[Here follow 16 other similar charges for defaming and printing defamatory matter concerning the said Heramba Chunder Maitra and Kusum Kumari Maitra respectively, as individuals and as members of the Sadharan Brahmo Samaj.]

JENKINS, J., charged the Jury as follows :—*

The accused is charged first, with defamation under sec. 500 I. P. C., and secondly, with printing defamatory matter under sec. 501, I. P. C. The charges as set forth in the indictment are 18 in number. (Here His Lordship explained the various charges in the indictment to the Jury).

It will appear from the charges that the counts Nos. I to 8 refer to offences committed against Kusum Kumari Maitra. Nos. 9 to 16 those aganist Heramba Chandra Maitra, as the husband of Kusum Kumari Maitra, while Nos. 17 and 18 refer to offences committed against both Kusum Kumari Maitra and Heramba Chandra Maitra as members of the Sadharan Brahmo Samaj.

Sec. 500, as explained by sec. 499 of the Indian Penal Code, stands thus :—

Sec. 499. "Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs, or by visible representations, makes or publishes

---

* The charge to the Jury as given here is not a verbatim report but is a summary of it from counsels's notes, which has very kindly been revised by His Lordship. JR. ED

any imputations concerning any person, intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputations will harm the reputation of such person, is said except in the cases hereinafter excepted to defame that person.'

4.—'No imputation is said to harm a person's reputation, unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of that person in respect of caste or his calling or lowers the credit of that person, or causes it to be belived that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful.

Sec 500 'Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment &c., &c.'

Sec 501 runs thus —

Whoever prints or engraves any matter knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person shall be punished with simple imprisonmet &c., &c

The offences with which the accused is charged are the creation of the Indian Penal Code and consequently the English cases to which reference has been made afford little or no assistance in determining the nature of the offences charged. The essential elements of the offence under the Indian Statute under sec 500 are 1st that the words which form the subject matter of the alleged defamation were intended to be read 2ndly, that by those words an imputation directly or indirectly in the estimation of others lowered the moral or intellectual character of that person.

Under sec 501 1st that the accused printed the defamatory matter 2ndly, that the intention of the accused was to harm the person or that he had reason to believe that it would so harm the person A person is said to have known or to have sufficient cause to believe what the results of his action would be, when, as a matter of fact it results as a natural consequence of his action.

In considering the offence with which the accused has been charged it is necessary to examine what the relations between the complainant and the accused were both previous and subsequent to the poem appearing in the *Hitabadi*

A brief history of the case In 1846 the Brahmo Samaj came into existence It is divided into three Sects the *Adi* the *Nava Bidhan* and the *Sadharan Brahmo Samaj* The last of these was result of a secession in 1878 and the complainant is a prominent member of the Samaj, he is also a promoter of the Social Purity movement

In December 1894 there was a meeting of the National Congress at Madras which was attended by the accused and the complainant, they both travelled on board the same steamer from Calcutta to Madras in company with others who proposed attending the Congress and in the course of the voyage a dicussion arose about the desirability of a certain gentleman who has been described as A B, attending the Congress meetings As a result a protest was signed by several of the delegates on board the steamer, and amongst the signatories were the accused and the complainant On arriving at Madras, some of these gentlemen, including the accused, withdrew

their protest. Nothing further was heard of the protest till the second day of the Congress, when A. B. was about to address the meeting, and then objection was raised to his taking part in the proceedings, by an English lady, who, on her objection being overruled, withdrew from the meeting, and was followed by several sympathisers, the complainant being one of them. This led to an article on the 4th January 1895, in the *Hitabadi*, of which the accused is the Editor. In explanation of this and the succeeding articles it should be stated that the complainant is interested in the Newspaper *Sanjibani*. It is contended on behalf of the prosecution that this article shows the hostile attitude of the accused towards the Brahmos, and that the expression "flag bearers of taste." "*Savants* of taste," "Perversion of taste," point to an identity of purpose, if not an identity of authorship, between the articles in question, and the poem which is the subject matter of this prosecution. The defence maintains that the attack in the article as also in the poem is not against the Brahmos, but is directed against "Purists." It is for you to decide which of these contentions should prevail. The next event is the article in the *Hitabadi* of the 11th January 1895. In this, it is alleged that the complainant with another was present at an incestuous marriage whilst at Madras. This article does contain a reference to the Brahmos. The expression "Savants of taste" occurs in this article. It is said by the prosecution that there is a reference to the Brahmo doctrine of repentence in the following sentence :—"On (his) uttering one or two words of repentance, then he will perhaps become a God in the judgment of the *Sanjibani*." and they contend that the doctrine of repentence is referred to in connection with the Brahmos as apposed to Orthodox Hindus and that the poem makes a similar reference ridiculing the Brahmos. It is for you to determine the sense in which the passage had been used.

Then comes the article in the *Hitabadi* of the 26th June 1896 which also is relied on by the prosecution as an attack on the Brahmos. This article appeared shortly after the provincial Conference held at Krishnanaghur, which the complainant with another gentleman is alleged to have refused to join on the ground that a certain gentleman acted as the Secreartv of the Reception Committee. In this article complainant is referred to by name. It refers to a community and to the complainant, and contains the following sentence :—Think of the character of certain men and women of your community also. While repeating "*Om Tatsat.*" The only community mentioned in the article is the Brahmo community, and it will be for you to consider whether it refers to any other community.

In the article of the *Hitabadi* of the 10th July 1896, the Editor says, "Without saying anything today regarding any speaker, &c. The prosecution alleges that this was by way of prelude to the poem appearing in the *Hitabadi* of the 24th July 1896, it is further said that the accused, if the story put forward by him regarding the manuscript be believed, actually had it in his hands when writing the article which contained the aforesaid passage.

In the meantime a meeting of the Indian association had taken place on the 9th July 1896, and at this meeting the name of the

accused had been proposed as a member of the Committee of that Association for the ensuing year. The complainant opposed the proposal, and his name was withdrawn. From the evidence of the Hon'ble Surendra Nath Banerji, it appears that the fact of this opposition by the complainant had been reported to the accused within a week of this meeting.

On the 24th July 1896, the poem, which is the subject-matter of the prosecution was published, This issue of the *Hitabadi* contains also another paragraph, which the prosecution says show the *animus* of the accused towards the complainant. It is said that the words "anutap" is here intended as in the poem to refer to the Brahmos, and that this article makes it clear that the poem was directed as an attack against the *Sadharan Brahmo Samaj* and that the writer had in view this section of the Brahmos when writing the poem. It is for you to judge whether that is so or not. On the 28th July 1896, correspondence passed between the attorney of the complainant and the accused.

In the reply sent by the accused, we have the first intimation of the attiude he took after the publication of the poem. Perhaps, this letter was not couched in language, most consonant whith the attitude, which it might be reasonable to expect would be assumed by one who had unintentionlly injured the feelings of another, but it must not, on that ground be taken as necessarily indicative of the accused's guilt. On the 29th the complaint was lodged in the Police Court.

In the *Hitabadi*, dated the 7th August, appeared an article containing what has been called the " Plum story ;" the prosecution have laid some stress on this, but I think it right to warn you that you must not, from the production of this story, necessarily draw an inference adverse to the defendant, however much you may deprecate his conduct.

Evidence has been given of the complainant's marriage with a lady named Kusum Kumari. It has also been sworn to by witnesses for the prosecution that at one time it was rumoured, though apparently without foundation, that this lady was engaged to Upendra Lal Mozumdar. There is no evidence, however, to show that this rumour ever reached the ears of the accused.

Regarding the poem itself, it is said by the defence, that the whole poem is not directed against any individual, nor against the Brahmo community, but only a satire on ultra-purists.

The attitude of the defence will appear from the following statement made on the 16th September 1896, by the accused in the Police Court :—

1. "That the abovenamed Srimati Kusum Kumari Maitra, through her husband, has complained in this Court, that I have defamed her by publishing a poem in my paper called the *Hitabadi*, entitled "Ruchibikar," which poem appeared in the columns of the said Newspaper on the 24th day of July of the current year.

2. "That the prosecution alleges that the poem aforesaid contains allusions damaging to the character of the said Srimati Kusum

Kumari Maitra, inasmuch as it attributes, according to the said prosecution, sexual immorality to the said Srimati Kusum Kumari Maitra.

3. "That I submit that the said poem was received by me from a contributor to my journal aforesaid, the *Hitabadi*, and that although I am in possession of the name and address of the said contributor I cannot, consistently with my honor as an editor, disclose the same, unless the prosecution guarantees that they will not prosecute the said contributor in a Criminal Court.

4. That I submit that, when I received the said poem and published it, I could not make out, and did not understand, that, the said poem contained any personal allusion to anybody, much less to the said Srimati Kusum Kumari Maitra, and I further submit that I am still under the belief that the said poem does not refer to anybody in particular.

5. "That when, on the 28th day of July of the current year, I was informed by the complainant s attorny, Babu Bhupendra Nath Bose that the said poem was construed by the said Srimati Kusum Kumari Maitra and her friends to contain the aforesaid allusions to the character as wife, of the said Srimati Kusum Kumari Maitra, I at once published in the columns of the aforesaid Newspaper, the *Hitabadi*, a paragraph stating there-in that I had no idea when I gave a place in my said journal to the said poem, that the said poem contained any personal allusion to anybody.

6. "That I repeat what I have stated in the last two foregoing paras hereof, namely, that I did not know at the time of the publication of the said poem that it contained any personal allusion to the said Srimati Kusum Kumari Maitra or to anybody, that I am still of the same opinion, and that, further, if any person or persons has or have construed the said poem as a covert attack on the character as wife, of the said Srimati Kusum Kumari Maitra, I express my sincere regret for the same, and I further enter a most emphatic denial that the said poem could possibly bear such a construction, or that I ever did or could have desired or intended that suce a construction should be put thereon."

It is not stated anywhere that the accused did not know the name of the complainant's wife. If this omission was un-intentional, one cannot help feeling that it is unforunate as, if this name was in fact unknown to the defendent, one might have expected that this would have been at once stated as, showing an absence of malicious intention on the defendant's part. It would not, however, be safe to place any great weight on this, or on the remarkable absence of any adequate expression of regret.

The poem is alleged to have been sent in manunscript which has been filed by the defence, and to have accompanied by the post-card, which also forms an exhibit in the case. The Sub-Editor of the *Hitabadi* speaks to that. The post-card and the manuscript, it is sworn, arrived at the office of the *Hitabadi*, on the 3rd July, long before the accused knew of the opposition by the complainant to the former's name being put up as a member of the committee of the Indian Association. The name of the correspondent has been torn off from the bottom of the post card and of the manuscript. The witness gave the name of the correspondent (an objection had

been raised by the defence that the prosecution was not entitled to get the name of the correspondent, but this objection was overruled.) The same witness, said he, could not give the address or any other particulars regarding the correspondent, and that no record had been kept in the office, which would throw any light on the subject. He also said the name Jogindra Nath Mitra or Misra was very common, in Bengal. How common that name is, it is for you to decide and also as to whether the name could be contained in the space torn off from the post card.

The points in the poem on which the prosecution relies are the following :—

1. The heading of the poem "Ruchi Bikar," It is said the word does point towards an attack on the Brahmos. This word has been used in the previous issues of the *Hitabadi* in attacks against that community.

2. "Kusum." It is said this word is used in the singular and an individual sense, and refers to Kusum Kumari Maitra."

3. The prosecution further relies on the collocation of the words "Kusum," "Heramba" and "Upendra," and says that even if the name of Upendra" be left out, the name of "Heramba" is a curious coincidence, when there are other words which could have been used without altering the metre. The accused has been known to be hostile towards the complainant. (The Jury was reminded that this was the prosecution story.)

4. "Tar" is singular, and so "Kusum" must be taken to have been used in the singular.

5. "Bihar" has been used in the sense of "sexual intercourse."

6. "A," has an individualizing effect and means "this" and so has a singular signification.

7. "Bhogya" used in that context implies sexual intercourse.

8. "Aghrata Kusum" means an impure flower as opposed to "Anaghrata Kusum," which is used to signify a pure virgin.

9. "Poutalik" points to the Brahmos.

10. "Anutap," "Om Tatsat," "Shanti," and "Nirakar." These are expressions popularly connected with the Brahmos. The prosecution does not deny that they are in use amongst the orthodox Hindus also.

The prosecution further says that with a large choice of Hindu gods, it is more than mere accident that the choice should fall on the names of Heramba and Upendra which are used as names of individuals in Bengal.

It is also said that amongst Hindus the idea of the same flower being successively used for the worship of two gods is absurd, and that, therefore, individuals must have been referred to.

Then there is a negative argument put forward by the prosecution. It admits that the 8th and the 9th stanza are inconsistent with the idea of "Kusum" referring to an individual, but says they are used as a blind.

The defence puts forward the following interpretation as to the poem :—

(a) Taking the poem, as a whole, it says it is an attack on the "ultra-purists" or "puritan rigorists," and not on the Brahmos as a class.

(b) Going into details it says that "Kusum" if used in the plural or generic sense makes the whole poem consistent.

"Tar" also means "theirs," and instances from books have been given where "tar" has been so used.

One witness says that "Tahe" used in the locative case negatives the idea of sexual interourse.

"To day on Ganapati's "neck" indicates that a garland is meant which would preclude the idea of "Kusum" used in an individual sense.

But the prosecution says "garland" would not preclude an individual flower.

"Prasun" not used for flower, but means flower bud, and that in the poem different stages of flower has been described.

"Phuladal" means race of flowers, and the individualizing view does not bear weight.

"Kusum dame" and "Kalika" forbid the idea of Kusum having been used in an individual sense.

The defence relies very strongly on stanzas 8th and 9th. It says these stanzas preclude the idea of "Kusum" having been used in an individual sense.

"A" is used with a plural signification, *e. g.*, "A dooi."

According to the case for the prosecution the inputation is against—

(1) Kusum Kumari.
(2) Heramba Chandra Maitra.
(3) Both as members of the Sadharan Brahmo Samaj.

These are distinct charges with respect to separate offences, and the accused may be found guilty of any one or more of these charges.

You must look at the whole poem, and must take it as a whole.

It is absolutely necessary that this should be done, for one word may alter the whole character of a statement otherwise apparently defamatory. By way of illustration I may refer to a case where a matter was published, which was clearly libellous; but at the end of it was placed the word "Fudge," from which it was contended, though in the particular case unsuccesfully, that the presence of that word deprived what preceded it of its libellous character.

As to the translation of the poem put in by the prosecution, it has been prepared by the Interpreter of this Court. He has been examined at the instance of the Court. He has said it is a correct translation, and has been corroborated by Rajendra Chandra *Sastri.* During the examination of this witness the Court expreesed its opinion to the effect that the cross-examination of the Court Interpreter should not be directed as to the meaning of the poem, but should be confined as to whether the translation he has made is a correct one; and Mr. Hill accepted the suggestion.

A translation of the poem has been put in by the defence. The substantial difference between the two translations is *(a)* that in the case the word "Kusum" has been translated in the singular, and in

or common sense. The prosecution had to examine this witness, and was justified in dealing with him in the way it did.

The evidence in support of the charge that the poem is defamatory of the Brahmo Samaj is meagre, and the Jury cannot safely act on it

Knowledge or intention.—Intention like any other psochological fact has to be inferred from the act itself. You have to see whether the natural result of the act is not a harm to the reputation of the persons attacked.

It is said that Kusum Kumari's name was not known to the accused. It is impossible to look into a man's mind; one has to judge him by his actions.

If the accused did not compose the poem, then why was not the actual author called? You have heard the evidence of the Sub-Editor, and it is for you to consider whether his name was not deliberately withheld and his identity designedly concealed. If this author had been examined, he could have told you whether he knew the name of Kusum Kumari or not, and you would have been in a better position to judge whether or not the poem was a deliberate attack on the complainant and his wife.

You must read the poem as reasonable men, and should see whether it is reasonably capable of the construction put by the prosecution.

It is not necessary that all the world should read it as a libel, but the question is whether those who know the parties by putting a reasonable construction on the poem would consider it to refer to the complainant.

It has been urged before you that the construction for which the prosecution contends involves illogicalities :

You will give due weight to this consideration, but at the same time you must remember that unfortunately all those who read News-papers, are not possessed of logical minds, which would lead them to discard whatever does not conform with the strict rules of logic

You must give the benefit of doubt to the accused, but the doubt must be a reasonable or substantial one, such as you would give effect to in your ordinary everyday's action as men of business, and not the mere creature of speculative ingenuity or mental timidity

The Jury returned a unanimous verdict of "Guilty" on counts 1 to 16 and "not Guilty" with respect to counts 17 and 18.

His Lordship thereupon in passing sentence said —Kaliprasanna Kabyabisharad, you have been found guilty by the unanimous verdict of the jury of the offence with which you stand charged. I do not think I should be giving effect to that verdict unless I passed on you a sentence of some severity. The sentence of the Court is that you suffer nine months simple imprisonment.

K. N. S.

[Reprinted from the Calcutta Weekly Notes," vol, I, No, 30, pp, 565-481, of the 21st June 1897,]